একবিংশ শতাব্দীর নারীঃ স্বনির্ভরতা, স্বাধিকার এবং মাতৃত্ব

-অধ্যাপিকা শমিতা মান্না
উপাচার্য, সিধো-কানহো-বীরসা বিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

নারী ও পুরুষের যে আকর্ষণ তা কিন্তু আজকের নয়। একবিংশ শতাব্দীও এর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। নারী ও পুরুষ উভয়েই ঘর বাঁধে, নারীকে মা হতে হয়, তাই ঘরের প্রতি থাকে তার বিশেষ আকর্ষণ। শিক্ষা, কর্ম ও বিচার-বিবেচনায় পুরুষের মত হলেও বাড়ির প্রতি থাকে তার এক ভালবাসার বন্ধন। পুরুষ অফিস বা কাছারী থেকে বাড়ি ফিরে আজও চা বা কফির কাপে চুমুক দিয়ে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলতে পারে, কেন না তার ঘর ধরে রেখেছে যে- সে হল নারী। তাই নারী ও পুরুষের এই যে বন্ধন তা কিন্তু সভ্যতারও বহু পূর্বে। আদিম যুগেও বর্বর মানুষের মধ্যেও নারী-পুরুষের প্রেমের বন্ধন অটুট থেকেছে। যেখানে ভাষা নেই, নেই আড়ম্বর, নেই কৃত্রিমতার আতিশয্য। দুটি লিঙ্গ, জীবনের চাহিদা মেটাতে একে অপরের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে- সমাজ বাঁচাতে, জীবন বাঁচাতে, নতুন প্রজন্মকে ধরে রাখতে।

সমাজ বদলায়, দুনিয়া বদলায়, বদলায় জীবনের উপকরণের মানও, কিন্তু বদলায় না নারী-পুরুষের মৌলিক অধিকার এবং কার্যকলাপ। একবিংশ শতাব্দীর নারী এক বিশেষ অর্থ বহন করে।

শহর, আধা-শহর বা গ্রাম সর্বত্রই যৌথ পরিবার আজ ভাঙনের মুখে। একক পরিবারই সর্বত্র দৃশ্যমান, যা শুধু পিতা-মাতা, সন্তান- সন্ততি বা শুধুমাত্র বৃদ্ধ মা ও বাবা নিয়ে গঠিত। যদিও বহু ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বাবা অথবা মা যদি তাদের সংসার না টানতে পারে, তাহলে একজন সন্তান বাবা আর একজন সন্তান মানে তাদের সংসারে রাখে। ফ্ল্যাট বাড়িতে জায়গা নেই, আবার দুজনকে টানার আর্থিক সক্ষমতাও নেই। এইভাবে চলতে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর একক পরিবারের পারিবারিক গতিপ্রবাহ।

আজকের নারীর কথা বলতে গেলে এক বিরাট পরিবর্তিত সময়ের কথা বলতে হয়। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির পরিবর্তনের কথা। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ই-মেল, ফেসবুক বা টুইটার। কুলীর (১৯০২) প্রাথমিক বা গৌন গোষ্ঠীর কথা বলছি না। আজকের প্রজন্ম অনেক বেশি কথা বলে মোবাইল ফোন-এ, এস.এম.এস. কে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তাই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা অনেক কাছে এসে যায়। পৃথিবীর এক প্রান্তের চাহিদা আর এক প্রান্ত দ্বারে মেটানো হয়ে যায়। শারীরিক (Physical) সম্পর্ক ছাড়া মৈথিক (Virtual) সম্পর্কের তাগিদও কিছু কম নয়। Webster's new world Dictionary of the American Language (1986) defines "Virtual relationship is a relationship where people are not physically present but communicate exclusively using online, texting,

or other electronic communication device. The have a virtual
because they don't speak to each other in real life."

তাই একবিংশ শতাব্দীর নারী এক বিমূর্ত। বহু জায়গায় তার প্রকৃত স্বরূপ
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দূরত্ব এখন অনেক কমে গেছে। বিশ্বায়নের দুয়ার খুলে গিয়ে
বাস বিশ্বগ্রামে- যার অর্থ Global Village (McLuhan, 1994) তাই এই রকম
সমাজে দাঁড়িয়ে নারীর ভূমিকা কি ? অথবা নারী নিজেকেই বা কি ভাবে ? প্রতিদিনের
প্রকৃত অর্থে কি কেবল মা, মেয়ে বা বউ ? সে কি তার মৌলিকত্বকে ধরে রাখতে
বিশ্বায়নের জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করতে চলেছে

II

সনাতন ভারতবর্ষের এক শাশ্বতরূপ বর্তমান ছিল যা প্রাচ্যের মহিলা থেকে
মহিলাকে পৃথক করে রেখেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ (১৯০০) খুব সুন্দর ভাবেই বলেছিলেন
পাশ্চাত্যের মহিলা চিহ্নিত হয় তার স্ত্রীর ভূমিকায়। আর প্রাচ্যের মহিলা চিহ্নিত হয় 'মা'
'মা' রূপে মহিলার চিহ্নিতকরণ হল মহিলার কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ ও সম্মানের।
সুধা রস বর্ষিত হয় মাতার -অন্তরের অন্তরতম স্থান থেকে। তাতে শুধু মাতা তৃপ্ত হয় না,
সন্তান, পরিজন ও পরিমণ্ডল। তাই বিশ্ব প্রকৃতিতে জননীর এই যে রূপ - এ বড় শান্তির
প্রশান্তির।

তবে নারীবাদীদের দৃষ্টিতে মহিলার এই যে 'মাতৃত্ব', এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই পুরুষ
মহিলারা দমিত। ভারতবর্ষের বা প্রাচ্যের ক্ষেত্রে যে কোন কর্মে নিযুক্ত মহিলার পক্ষে মাতৃত্ব
স্বাদগ্রহণ শারীরিক বা মানসিক সমস্যা না হলেও কর্ম পরিমণ্ডলে তা সাময়িক সমস্যার সৃষ্টি করে

"For Indian women, in particular, motherhood deserves a high esteem
though working women often face dilemma in the social life if they are
mothers, yet, they wish to become 'mothers'. The biological and emotional
urge for motherhood comes in conflict with the social and work-place
responsibilities. Women development does not mean that they have to be at
par with men eliminating their feminine qualities of which mother hood is a
major attribute," (Pramanick & Manna, 2010).

যদিও নারীর ভূমিকা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে এবং সে বিবিধ ভূমিকা দায়িত্ব সহকারে নির্বাহ
করছে, তা সত্ত্বেও 'মাতৃত্ব' বিষয়টি সম্পূর্ণই মহিলার সঙ্গে সম্পর্কিত।

"Most women unquestioningly accept that mothering is an exclusive
female activity and if they can not attain that state or do justice to it, though
they have attained it, feel they have failed their essential vocation" (Geetha,

2002)

অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় মাতৃত্বও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে সামাজিক কর্মকান্ড দ্বারা। সামাজিক কর্মকান্ড, যা একটি মেয়েকে (biologial sex) সামাজিক মেয়েলি (feminine) রূপ দান করে, ছেলেবেলা থেকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা। যাতে মেয়েটি পুতুল খেলার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যত ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে।

নারীবাদীরা 'মাতৃত্ব' কে অবদমনের উপায় রূপে চিহ্নিত করলেও একথা সত্য যে স্ত্রী রূপে নারী পুরুষের অধস্তন হিসাবে গণ্য হলেও 'মা' রূপে সে তার মর্যাদা ফিরে পায়। এক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের মা হলে তার নিরাপত্তা ও মর্যাদা তুলনামূলক একটু বেশি হয়। 'মাতৃত্ব' স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্কে নতুন আবেগ ও আন্তরিকতার জন্ম দেয় যা সন্তানের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি স্নিগ্ধ রূপে প্রকাশ পায়। (Caplan, 1985, Puri,1991)

আধুনিকীকরণ ও বিশ্বায়ন পরিবর্তন আনে মূল্যবোধে, চিন্তাভাবনায় ও সম্পর্কের বিন্যাসে, তাই পূর্বের নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিন্যাসে দেখা যায় পরিবর্তন, যেখানে নারী কেবল পুরুষের পরিচয়ে নয়, বাঁচতে চায় তার স্বাতন্ত্র্য) পরিচয়ে, স্বীয় নাগরিকত্বে, ২০১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতবর্ষে ২৫.৫% মহিলা কর্মে নিযুক্ত (Census of India, 2011) এক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হল ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক ভিত্তির মূল্যবোধের পার্থক্য। ফলে সনাতনী মাতৃত্বের রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে 'মাতৃত্বের'-র গুরুত্ব ও সামাজিক মূল্য প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য-এর তফাৎ এর উর্দ্ধে এবং প্রতিটি সমাজেই 'মাতৃত্ব' মহিলার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রূপে গণ্য হয়।

For an Indian woman, imminent motherhood is not only the personal fulfillment of an old wish and the biological consumation of a lifelong promise, but an event in which the culture confirms her status as a renewer of the race and extends to her a respect and consideration which were not accorded to her as a mere wife (Kakar, 1988).

III

আজকের একবিংশ শতাব্দীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে যখন নারীকে বোঝার চেষ্টা করি, তখন দেখি তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে তার সর্বক্ষেত্রে। আজ সে তার চার দেওয়ালে বন্দী নারী নয়, পিঞ্জরে বদ্ধ পাখি সে নয়, সে খাঁচা থেকে বেরোতে পেরেছে, পেরেছে নিজেকে বুঝতে। আত্মসচেতনতা থেকে শুরু করে আত্মপোলব্ধি ঘটিয়ে এক যুগান্তকারী- আন্দোলনে সামিল হয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজে তাদেরও অধিকার আছে, তারাও বাঁচবে মানবাধিকারের দাবীতে। তাদের এই দাবী পৌঁছে গেছে বিশ্বমানবের কাছে।

একটি মেয়ে তাই নতুন করে ভাবতে যাচ্ছে যে সে কে ? একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে যখন একক পরিবারের রূপ পেল তখন বহু পরিবারে একটি মেয়ে সন্তান লালিত পালিত হতে লাগল। একটি সন্তান বুঝতে পারল না যে সে মেয়ে না ছেলে। কিন্তু লিঙ্গ ভেদে বিশেষ জ্ঞান সন্তানকে দিতেই হয়- কেননা সমাজ থেকেই তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা হয় যে সে ছেলে না মেয়ে। তাই সমাজের গতি পরিবর্তিত হলেও মেয়ের জায়গা কিন্তু মেয়ে হিসাবে রয়েই গেল কেননা সে যে 'মা'।

একটি মেয়ে সন্তান কিন্তু আজও চিহ্নিত হয় পরের ধন হিসাবে। বৈবাহিক সম্পর্কের সুবাদে তাকে স্বামীর ঘরে যেতে হবে। কিন্তু এই সমস্ত বিধি-নিষেধের মধ্যে দিয়ে অনেকাংশে মহিলারা মানিয়ে নিতে পারছে না। স্বামীর বাবা ও মাকে নিজের মনে করতে অনেক সংশয় ও অনেক দ্বিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যদিও বেশিরভাগ সময়ে এরা নিজেরা পৃথক সংসারে বাস করে। পৃথক সংসারের দায় নিতে গিয়ে প্রচন্ড আত্মকেন্দ্রিকতায় ভোগে। স্বার্থপরতার এক কঠিন দেওয়ার তৈরি করে, এই রকম পরিবারই বর্তমানে সমাজের একক।

মেয়েরা লেখাপড়া শিখে হয়তো স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে লাগল বা অপরদিকে লেখাপড়া শিখেও তাকে স্বামীর ঘরে যেতে হলো- এর ফলে অনেক সময় তার মানিয়ে নিতে (Adjustment) সমস্যা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী সম্পর্কে এই স্থিরকৃত মনোভাব পোষণ- কর্মরতা নারীর জীবনে 'Adjustment Problem' কে আরও গভীর ও সংকটপূর্ণ আকার দেয়। Adjustment বা মানিয়ে নেওয়া হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে।

According to Chouhan, Adjustment is 'an index of integration between needs and satisfaction, remains related to achievement, social acceptance, age, sex, economic security and moral standards' (Cited in Jain, 1975).

সাধারণ অর্থে Adjustment বা মানিয়ে নেওয়া হল জীবনের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার স্বার্থে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক বোঝাপড়া। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে Adjustment হল তার বিভিন্ন ভূমিকার দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি আপেক্ষিক স্থিতিশীল পরিবেশ গঠন করার স্বার্থে মানসিক টানাপোড়েন, এটি সমগ্র জীবনব্যাপি একটি প্রক্রিয়া এবং এর একটি মানসিক দিক বর্তমান। মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, মানসিকতা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও মা- বাবার ভূমিকার উপর। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের সমাজে বা অন্যান্য বেশির ভাগ সমাজেই সামাজিকীকরণের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের মধ্যে এই মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে গড়ে তোলা হয়, এবং সেক্ষেত্রে তার 'মা'-ই এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক-সমাজের ভাবধারা বাল্যকাল থেকেই একটি কন্যা সন্তানের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো হয়। পরবর্তী সময়ে বিবাহিত ও কর্মগত জীবনে তার ভবিষ্যৎ

এটাই এই মানসিকতার দ্বারা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়- 'The work participation rates of women vis-a-vis men is strongly influenced by socio-biological factors. The physical and biological characteristics of women set them apart from men and influence greatly the nature, extent, duration and intensity of their work and labour....' (Dak, 1988).

মহিলাদের কেবলমাত্র পারিবারিক ক্ষেত্রেই নয়, কর্মগত ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। অর্থাৎ পরিবেশ বা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি মহিলাদের মজ্জাগত, ছোটবেলা থেকে সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে মেয়েদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়।' Adjustment বা 'মানিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে Joshi (1999) বলেছেন, "used to refer the process whereby an individual or social unit enters into a healthy relationship with his environment, physical or social.....".

সারা বিশ্বে মহিলাদের কর্মজগতে অনুপ্রবেশের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে, যদিও তা পুরুষের তুলনায় কম। মহিলাদের ঘরে ও বাইরে উভয় দিকেই নজর দিতে হওয়ায় দ্বৈত দায়িত্ব তাদের কাঁধে এসে পড়ছে। যার ফলস্বরূপ তাদের জীবনে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ "Dual responsibilities in office and home create a situation of maladjustment for the working women. The roles of mother, wife, daughter-in-law and official roles of working women are often conflicting and confusing (Manna, 1999).

সারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কর্মরত মহিলাদের নানা দিক থেকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দেখা যায় মহিলারা স্বাবলম্বী হলেও প্রচলিত কিছু রীতি-নীতি ও অনুশাসনের ফলে তারা এখনো এক অর্থে পরাধীন, তাছাড়া কর্মরতা মহিলাদের বাইরের কাজের পাশাপাশি ঘরের কাজ করতে হয় বলে তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক বেশি। অর্থাৎ,"Maladjustment denotes disorder in adjustment condition...." (Mathur, 1992). এই প্রসঙ্গে (Sutherland, 1989) বলেছেন- "Maladjustment is temporary impaired and maladaptive functioning with emotional distress occuring soon often a stressful event." (Sutherland, 1989).

বর্তমানের মেয়েরা স্বাধীনতা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে 'মহিলা-স্বাধিকারের' দাবিতে সোচ্চার হয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রগুলি আয়োজিত করা হয়েছে। ভারতবর্ষেও ষষ্ঠ পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনাতে নানা বিষয় নিয়ে 'মহিলা-স্বাধিকারের' দাবিতে বহু পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এই সমস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর নারী আজকের নারী রূপে আখ্যায়িত হয়েছে। নিজের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাবলম্বী হতে পেরেছে, শহর, আধা-শহর, গ্রাম বা শহরের বস্তি অঞ্চল- সকল জায়গাতেই মহিলারা

স্বাধিকারের প্রশ্নে সামিল হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। এক্ষেত্রে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি হল-

1) Equity Approach : মূল অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন ও মহিলা অংশগ্রহণের কথা বলে।

2) Anti-Poverty Approach : ক্ষুদ্র শিল্প দ্বারা তাদের উপার্জন বৃদ্ধি ব দূরীকরণের কথা বলে, এবং

3) Efficiency Approach : অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকার কথা বলে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, "Empowerment is an active, multidimensional which enables women to realise their full identify and power in all life...." (Pillai, 1995).

ক্ষমতায়ন হল একটি বহুদিক সম্পন্ন সক্রিয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী সমাজের অধিকার, ক্ষমতা ও পূর্ণ পরিচয় সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করে। ক্ষমতা বা অধিকার এক করলেই হয় না বরং তার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে হয়, স্থিতিশীল রাখতে হয়। সমাজের সর্বত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত বা আইনগত সমস্ত অংশে তার অবস্থান, অধিকার, স্বাধিকার, মর্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞান দান এবং সেই মর্যাদাকে আর নিয়ে যাওয়ার জন্য তার নিজস্ব জ্ঞান বৃদ্ধিই 'ক্ষমতায়ন'।

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পূর্ণতা লাভ করে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে- প্রথমত: ক্ষমতায়ন, দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তৃতীয়ত : অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। নারীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গটিও উল্লেখযোগ্য। একটি সুস্থ সমাজ তখনই গঠন করা সম্ভব যখন এই সব বিষয়গুলির সার্বিক রূপ প্রকাশ পাবে। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ক্ষমতায়নকে সুনিশ্চিত করতে পারে না - কারণ মহিলা এই অর্থ কিভাবে ব্যবহার করবে, সে বিষয়ে অনেকাংশে তার কোনো সচেতনতা থাকে না, ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তাই শিক্ষাগত ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দ্বারা নারী তাঁর দাবী বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পারে, দাবি করতে পারে নিজস্ব অধিকার। পূর্বে নারীর জ্ঞানকে যুক্তিহীন, অবেগপ্রবণ আখ্যা দেওয়া হলেও একথা অনস্বীকার্য যে কেবলমাত্র পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞানের কাছে নারী অবহেলিত, বর্জিত, দমিত - এই অবস্থা একটি সুস্থ সমাজ গঠন করতে পারে না। ফলে পুরুষকে বুঝতে হবে যে নারীর ক্ষমতায়ন বা স্বাধিকার তার পৌরুষত্বকে খর্ব করে না, বরং পুরুষের এ বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করে।

ক্ষমতায়ন কেবলমাত্র নারীর Practical needs বা খাদ্যবস্ত্রের, বাসস্থানের চাহিদাকেই পূর্ণ করে না, ক্ষমতায়ন নারীর Strategic needs -অর্থাৎ তার সচেতনতাকে বৃদ্ধি করে তাকে

আলোর দিশা দেখায়, শিক্ষার সাথে ক্ষমতাকে বুঝে নেওয়ার মানসিকতার বিকাশ ঘটায়, ভারতবর্ষে ICDS পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা, 'Primary Health Care' (P.H.C.) গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্ষমতায়নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে অনেক স্বার্থকতা লাভ করেছে (Cied Manna, 2003).

মহিলাদের বৃহত্তর সমাজে অংশগ্রহণের জন্য Empowerment বা ক্ষমতায়ন খুব জরুরী। সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে, পাশাপাশি সূচিত হয় আত্মোন্নয়ণের নতুন দিগন্ত। ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি Empowerment শব্দটি বা দৃষ্টিভঙ্গি সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়েছিল। এর লক্ষ মহিলাদের আরো বেশি স্বাধিকার প্রদান। কেবলমাত্র তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ণই নয়, ক্ষমতায়ণের মাধ্যমে তাদের সচেতনা বৃদ্ধি ও সমাজ গঠনে মেয়েদের ভূমিকারও স্বীকৃতি দেওয়া হয় (Manna, 2003).

নারীদের ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে The Draft National Policy (1996) তে বলা হয়েছে -"A Synergy of development measures will be effected and affirmative action designed for the holistic empowerment of women. Women will be given complete and equal access to and control over factors contributing to such empowerment, Patriarchy health, education, information, life-long learning for self-development, vocational skills, income earning opportunities, technical services, land and other forms of property, including through inheritance, common property resources, credit technology and market etc." (Manna, 2010).

IV

একবিংশ শতাব্দীতে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হলেও পূর্বে সমাজের সর্বত্র মহিলার স্বনির্ভরতাকে অবহেলার চোখে দেখা হতো। মূলস্রোতের সমাজে মহিলারা ছিল ব্রাত্য। মূলস্রোতের সমাজের সব পরিকল্পনা, গবেষণা, সুযোগ-সুবিধা ছিল পুরুষকেন্দ্রীক (mainstream ছিল menstream), "Women entre Prenewrship" এই বদ্ধমূল ধারণা মূলে আঘাত হানে।

মহিলা স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে বলা যায়, "There are basically two major criteria for identifying the women entreprenurial activities. These are - the level of women participation in equity and the employment position of the enterprise. In this way, women entrepreneurship is defined as an enterprise owned and controlled by women having minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women (Khanka, 2002).

বিগত কয়েক দশকে মহিলাদের স্বনির্ভরতা বেড়েছে। মহিলাদের
যোগদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার ফলে
নতুন সুযোগ-সুবিধা, কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ম্যানেজম্যান্টের
পরিবর্তন। পূর্বে নারীকে চিহ্নিত করা হতো '3Ks' হিসাবে অর্থাৎ 'Kitchen,
Knitting' । স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে নারীকে চিহ্নিত করা হতো '3Ps'
'Pickles, Powder and Pappad' । এবং বর্তমানে নারী চিহ্নিত হয়
'Engineering, Electronics and Energy' কে প্রকাশ করে। সামগ্রিকভাবে
অবস্থানের পরিবর্তনকে প্রকাশ করে।

Liberalization, Privalization ও Globalization (LPG)' বাড়ি
সাংস্কৃতিক, মানসিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক-ভাবধারায় এনেছে পরিবর্তন। যার
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে নারী শিক্ষার হার। নারী সমাজের
অবস্থান, ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা লাভের দ্বারা নিজের ক্ষমতায়নকে
করেছে, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এরই একটা অন্যতম অংশ বিশেষ। ক্ষমতায়নের
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে। যা তাকে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে
করার যোগ্য করে তুলেছে। স্বনির্ভরতার সাথে সাথে মহিলাদের ক্ষমতায়ন হয়- এই
ভিত্তিতে স্বাধীনতার পরবর্তীযুগে, পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে
স্বনির্ভরতার প্রয়াস চলেছে।

১৯৫১ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পর থেকে মহিলাদের
উন্নয়ণের চেষ্টা করা হয়। এর পরে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত মহিলাদের
শিক্ষণ, স্বাস্থ্য এবং জনকল্যাণমূলক উন্নতির চেষ্টা করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী (১৯৮০-
পরিকল্পনায় মহিলাদের কাজের অবস্থার উন্নয়ণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থা ও
মর্যাদার উন্নয়ণ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। এই সময়কালে নতুন কর্মসূচী গৃহিত হয়
'Development of Women and Children in Rural Areas' (DWACRA).

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) তাদের উন্নয়ণের সচেতনতা বৃদ্ধি উপর
দেওয়া হয়। এছাড়াও মহিলাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বিষয়েও সচেতন করে তোলার
করা হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে মহিলাদের বিষয়ে সরকার নিজের ধারণা
করে এবং মহিলাদের উন্নয়ণ বিষয়ে ধারণা পোষণ করে, নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-
২০০২) মহিলাদের ক্ষমতায়নের চেষ্টা করা হয় যা সামাজিক- অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম
মাধ্যম। মহিলাদের স্বনির্ভরতা উন্নয়ণের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এই পঞ্চ বার্ষিকী
পরিকল্পনার অন্যতম কর্মসূচী। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০২-০৭) ধারণাগত দিক
থেকে মহিলাদের উন্নয়ণ করা হয়। মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে নির্দিষ্টভাবে উন্নয়ন

গৃহিত হয়। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০৭-২০১২) মহিলাদের জন্য নীতি গৃহিত হয়, মহিলাদের হিংসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহিত হয় এছাড়া ক্ষমতায়ন ও সচেতনতার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরই ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

নারীর স্বনির্ভরতার কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক-ধারণা লাভ করার জন্য সম্প্রতি রানাঘাটে ক্ষুদ্র একটি ক্ষেত্র গবেষণার উপর আংশিক আলোকপাত করা যায়। গবেষণাটি লেখিকার তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ করা হয়।

রায় (২০১২) তাঁর 'Emerging Horizons for women Entrepreneurship : A Sociological Enquiry' গবেষণাতে দেখেছেন যে বিভিন্ন সামাজিক- অর্থনৈতিক, প্রেক্ষিতে স্বনির্ভরতা পাওয়ার জন্য ১১৯ জন মহিলা ব্যবসায়িক সংগঠনের পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছে। যার মধ্যে ৫৮.৮২% মহিলা ব্যবসার পরিচালক হয়েছে শুধুমাত্র তাদের স্বামীকে সহায়তা করে পরিবারের বোঝা কমানোর জন্য। তার মধ্যে ১৭.৩৩% ব্যবসায়িক মহিলা পরিচালক স্বনির্ভরশীল হয়ে আত্মসচেতনাকে বৃদ্ধি করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। ১৫.৯৭% মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর অর্থনৈতিক দিক থেকে বেঁচে থাকার জন্য ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছে। ৩.৩৬% মহিলা স্বনির্ভর এবং পরিবারকে সাহায্যের জন্য ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছে। খুব কম সংখ্যক মহিলা (২.৫২%) তাঁর স্বামীর পরামর্শে ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে বেশির ভাগ মহিলার (৭৮.২০%) ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো প্রশিক্ষণ নেই।

এই ১১৯ জন মহিলার মধ্যে স্নাতক স্তরের রয়েছে ৪৩.৭০% এবং অন্যান্য মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে কম, এর ফলে দক্ষ ব্যবসায়িক সংগঠক এর ক্ষেত্রে বহু বাধা লক্ষ্য করা গেছে। এদের মধ্যে ৮৯.১০% মহিলা এসেছে একক পরিবার থেকে এবং শুধুমাত্র ১০.৯০% মহিলা এসেছে একান্নবর্তী পরিবার থেকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা কম এবং সেক্ষেত্রে তাদের পুরুষদের উপর নির্ভর করতে হয়। দশ বছর ধরে এইভাবে ব্যবসায় কর্তৃত্ব করছে ৩০.২০% মহিলা এবং ৬-১০ বছর ধরে ব্যবসায় কর্তৃত্ব করছে ৪৫.৪০% মহিলা, ৮৭.৪০% মহিলা নিজেরাই ব্যক্তি মালিকানা স্বত্ব ভোগ করে, অপরদিকে যৌথ মালিকানা ভোগ করে ১২.৬০% মহিলা। ৩০,০০০ টাকার উপরে আয় করে এরকম মহিলার সংখ্যা ১৮.৫০%, ৪৯.৬০% মহিলা ১০,০০০-৩০,০০০ টাকা আয় করে এবং ১০,০০০ টাকার নীচে ৩১.৯০% মহিলা রোজগার করে, এই সকল মহিলাদের মধ্যে ৭৬.৪০% মহিলা বিবাহিত।

এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পরিবারকে অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে মুক্ত করতেই এই সকল মহিলাদের ব্যবসার জগতে আসা, যে কারণবশত: খুব উন্নতমানের বা দক্ষ ব্যবসায়িক পরিচালক প্রায় দেখাই যায়নি। ছোটো ছোটো কাজের মাধ্যমে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বামী বা অন্যান্য

পুরুষের হাত ধরে এই ধরনের মহিলারা কাজে নেমেছে। ৬৭.১০% মহিলা স্থানীয় চাহিদা পূ করার উদ্দেশ্যে বাজারের ব্যবসায়িক কাজে নিজেদের নিযুক্ত করার চেষ্টা পেয়েছে গবেষণাতে দেখা গেছে যাদের শিক্ষার হার বেশি ও মধ্যবয়সী তাদেরই স্বনির্ভরতার ঝোঁক এবং ব্যবসাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং যাচ্ছে যে, রানাঘাটের মতো আধা-নগর কেন্দ্রীক অঞ্চলেও মহিলারা কিন্তু স্বনির্ভরতা হ তাগিদে খুঁজে নিতে ও পেতে চলেছে তাদের জায়গা।

V

মহিলাদের স্বনির্ভরতার বিষয়টি অন্যভাবে আরেকটি গবেষণায় লক্ষ্য করা যায়। এ গবেষণায় দেখা গেছে যে স্থানান্তরিত মহিলারা কিভাবে সময়ের প্রেক্ষাপটে স্বনির্ভর হ পেরেছে। কল্যাণীর যোগেন্দ্রনাথ কলোনীতে বসবাসকারী মহিলারা - বাংলাদেশ থে স্থানান্তরিত হয়ে এখানে এসে বাস শুরু করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংকট বাতাবরণ বাধ্য করে তাদের দেশত্যাগ করতে। ফলে বাংলাদেশি থেকে তারা হয়ে ভারতীয়। ১৯৯৫ সাল থেকে তারা ভারতীয় রূপে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। কল্যা পৌরসভার থেকে তারা 'পাট্টা' পায় (জমির উপর আইনি অধিকার)।

এদের মধ্যে বেশির ভাগ মহিলাই ছিলেন গৃহবধূ। কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতি তাদের পরিচ এনেছে পরিবর্তন। শিক্ষাগত যোগ্যতা অল্প হওয়ার ফলে তারা স্বল্প মজুরির কর্মে যুক্ত। বিভি ধরনের অল্প মজুরির কাজ যেমন- বাড়িতে বসে টিপ, মাদুর, ঠোঙা (Paper Bag) বানান, কিং বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রী পড়ান, সেলাই এর কাজ বিড়ি-বাঁধা বা নিজস্ব ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদিতে তা যুক্ত। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২.৬৭% মহিলা সেলাই এর কাজ করেন, আবার ২০.৬৭% মহিলা বিড়ি-বাঁধেন।

এজাতীয় ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে তারা তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ক্রমশ দৃঢ় বানানোর চেষ্টা করেন এবং এত প্রতিকূলতা স্বত্বেও ব্যক্তিগত জীবনে তারা খুশি ও সুখী। সরকারী বিভি পরিকল্পনা তাদের কিছু সুযোগ সুবিধাও প্রদান করে। তবে জীবনযাত্রার সামগ্রিক পরিবর্তন সত্ত্বেও বেঁচে থাকার লড়াই ও আত্মশক্তি তাদের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সমাজের সকল স্তরের নারীদের মধ্যে এই চেতনা বা আত্মশক্তি থাকলে তাদের অবস্থানের আমূল পরিবর্তন সম্ভব, যা এক চেতনাযুক্ত দৃঢ় সমাজের রূপ প্রকাশে সহায়ক হবে। (Biswas & Manna, 2014).

VI

সারা পৃথিবীব্যাপী মহিলাদের পরিবর্তন এসেছে। মহিলারা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হোক, সরকারী আধা বা বেসরকারী চাকুরিতে হয়তো আছে বা নেই, সামাজিক- অর্থনৈতিক দিক দিয়ে

...বিভেদ না রেখে সমস্ত মহিলাকূলের পরিবর্তন এসেছে। যদিও পুরুষের হাতে আজও তাদের ...িত হতে হয়, ধর্ষিত হতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে মহিলারা নতুন যুগে আলোর ...দেখতে পেয়েছে। মহিলা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক -সাইমন দি বেভয়ারের (২০০৪) বিখ্যাত ...আমরা সর্বদাই স্মরণ করি, কিন্তু তারই সাথে একবিংশ শতাব্দীর নারী কিন্তু তার আসন করে ...চলেছে পুরুষের সাথে সাথে, শিক্ষা, সচেতনতা, সামরিক সুরক্ষার আইন-প্রণয়নে মহিলা ...তার জায়গা করে নিতে পারছ। যদিও বিষয়টি খুব সোজা এবং সাধারণ নয়। যে পুরুষতান্ত্রিক ...জে মহিলা নির্যাতিত, আবার সেই সমাজেই সেই পুরুষ দিয়েও মহিলা সুরক্ষিত হয়। সেই ...হয় তার মাতা, না হয় ভাগিনী বা হয়তো বা স্ত্রী। সুতরাং বিষয়টির গভীরতা অনেক অনেক ...র উদ্‌ঘাটন করতে পারবে।

References :

1. Biswas, S & Manna, S.Migrant Women : New Strategies and Issues, Unpublished Thesis.
2. Caplan, P. (1985), Class and Gender in India : women and their organisations in a South Indian City. Tavistok publications, London.
3. Census of India (2011). censusindia.gov.in / 2011- Documents Primary Census Abstract- Final ppt accessed on 19th August, 2014.
4. Cooley, C.H. (1902). Human Nature and the Social order. Charles Scribner's Sons. New York.
5. Dak, T.M. (1988). Women and work in Indian Society (ed.). Discovery Publishing House, Delhi.
6. Geetha, V. (2002) Gender. Bhatkal & Sen Publisher, New Delhi.
7. Guralnik, B.D. (Ed.) (1986). Webster's new World dictionary of the american language (2nd ed.) Simon and Schuster. Ceveland.
8. Humayun, A. (2008), Ditiya Linga (Simon de Beauvoirer second sexer) Anubadak. Agami Prokasani, Dhaka.
9. Jain, D. (1975). Indian Women (ed.). Publications Division, New Delhi.
10. Joshi, S.C. (1999). Sociology of Migration and Kirship. Anmol Publication Pvt. New Delhi.
11. Kakar, S. (1988). Feminine Identity in India (In) R. Ghandially (ed.) women in India Society. Sage Publications, New Delhi.

12. Manna, S. (1999). Problems of working women. (Under UGC
Project). Unpublished dissertation.

13. Manna, S. (2000), An Evaluative Study of Mothers and
Health care programme among the Tribals. Awareness
Participation. Unpublished Dissertation.

14. Manna, S. (2003) Mahilader Swadhikar, Somossya O Protisrution
ekti Samaj tatwik Alochona (In Bengali), Ajo Anneswan,
Sankolon, Kolkata.

15. Manna, S. (2010), Women's Development : Achievement
adjustment a case of Indian working women. (In) B.N.
Jayanta Borbora. (Ed). Issue in Contemporary Society.
Publishers Guwahati.

16. Mathur, D. (1992), Women, Family and work. Rawat
Jaipur.

17. McLuhan, M. (1994) Understanding Media: The Extensions of
MIT Press Edition. United States of America.

18. Pillai, J.K. (1995) Women and Empowerment. Gyan
House. New Delhi.

19. Pramanick, S.K. & Manna, S. (2010) Women in India- Motherhood
and Multiple Identities. Serial Publication, New Delhi.

20. Puri, J. (1991) Women, body, Desire in Post Colonial India : Narratives
of Gender and Sexuality. Routledge. New York.

21. Roy, S. (2012). Emerging Horizons for women Entrepreneurship : A
sociological Enquiry. Unpublished Dissertation.

22. Sutherland, S. (1989). Macmillan Dictionary of psychology. Macmillan
reference books. Great Britain.

23. Vivekananda, Swami. (1900). Lecture on women of India at the
Shakespeare Club. Pasadena.